ডেট লাইন : ২৫শে মার্চ

আগামীকাল ২৫ মার্চ। এই রাতটি আমাদের জাতীয় ইতিহাসে কালো রাত হিসেবে চিহ্নিত। আজ থেকে ২৯ বছর আগে এ রাতে জল্লাদ পাক হানাদাররা শুরু করে সেই কুখ্যাত 'অপারেশন সার্চলাইট'।

২৫ মার্চ '৭১। রাত ১১:৩০ মিনিটে ট্যাঙ্ক এবং সৈন্য ভর্তি ট্রাকসমূহ ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল 'অপারেশন সার্চলাইট' শুরু করার উদ্দেশ্যে। জিরো আওয়ার বা আঘাত

সেই কাল রাত্রি

নুরুজ্জামান মানিক

হানার সময় নির্ধারিত ছিল রাত একটা। অপারেশন সার্চলাইট মনিটর করার জন্য 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের হেড কোয়ার্টার্স লনে জেনারেল আব্দুল হামিদসহ সব উচ্চপদস্থ অফিসার সোফা এবং আরামকেদারা ফেলে প্রস্তুত হলেন সারারাত জেগে কাটানোর উদ্দেশ্যে। "আকাশে তারার মেলা। শহর গভীর ঘুমে নিমগ্ন। বসন্তের ঢাকার রাত যেমন চমৎকার হয়, তেমনি ছিল রাতটি। একমাত্র হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ সাধন ছাড়া অন্য সবকিছুর জন্যই পরিবেশটি ছিল চমৎকার।" (দ্রঃ সিদ্দিক সালিক, নিয়াজীর আত্মসমর্পনের দলিল, পৃষ্ঠা ৮৪)। কিন্তু হানাদার বাহিনী ফার্মগেটের সামনে এসেই পিকেটারদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হল এবং পিকেটারদের হটানোর জন্য জিরো আওয়ারের অপেক্ষা না করেই গোলাগুলী শুরু করল। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই শুরু হয়ে গেল অপারেশন সার্চলাইট। অপারেশন শুরুর দেড় ঘন্টার

মধ্যেই কর্নেল জেড এ খান ও মেজর বিল্লাল স্বাধীনতার স্থপতি, অবিসংবাদিত নেতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর [illegible] থেকে তুলে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসে এবং তিনদিন পর তাঁকে করাচী নিয়ে যাওয়া হয়। ওই রাতে পাক বর্বর সেনারা বাংলাদেশকে সশস্ত্র উপায়ে স্বাধীন করার প্রথম উদ্যোক্তা কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) এবং জগন্নাথ হলে হত্যা করা হয় কয়েকশ' নিরীহ ছাত্রকে এবং অধিকাংশকে বড় বড় গর্ত করে পুঁতে ফেলা হয়। ওই কালো রাতেই হত্যা করা হয় ক্ষণজন্মা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক অধ্যাপক ড. গোবিন্দ চন্দ্রদেব, ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, ড. ফজলুর রহমান খান, অধ্যাপক এম. মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক এম এ মুকতাদির, অধ্যাপক এম আর খাদেম, ড. মোহাম্মদ সাদেক প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে। রোকেয়া হলের মেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়া হলো ক্যান্টনমেন্টে।

সারা শহরে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করলো পাকস্তানি পশুবাহিনী। রিকশাওয়ালা, ভিখারী, শিশু, ফুটপাথবাসী কেউই তাদের ভয়াল থাবা থেকে রেহাই পায়নি। বস্তির পর বস্তি জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং প্রাণভয়ে পলায়নপর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে ব্রাশফায়ারে পাখীর মতো হত্যা করা হয়। রাজারবাগ পুলিশ ফাঁড়ি আর ইপিআর ফাঁড়িসহ ভষ্মিভূত করা হল দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, সাপ্তাহিক গণবাংলা এবং দৈনিক পিপল এর দফতর।

মিরপুর, মোহাম্মদপুরের বিহারীরা নিজেদের বাঙালী প্রতিবেশীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হিংস্র উল্লাসে। রাতারাতি ঢাকা পরিণত হলো মৃত মানুষের শহরে।

২৬ মার্চের সূর্য উঠলে দেখা গেল সমগ্র ঢাকা শহর জুড়ে নিরীহ মানুষের লাশ ও ভস্মীভূত ঘরবাড়ী। ২৫ মার্চ দিবাগত রাত থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করায় রাস্তায় রাস্তায় পড়ে থাকা হাজার হাজার লাশের কোন ব্যবস্থাই করা গেল না।

পাক হানাদাররা বাধাপ্রাপ্ত হলো মাত্র দুটি জায়গায়। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে এবং পিলখানার ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলসের ঘাঁটিতে। পুলিশ এবং ইপিআর সদস্যরা নজিরবিহীন বীরত্বের সংগে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। উভয়স্থানে মিলে প্রায় ২০০০ অকুতোভয় জোয়ান শহীদ হন। পাক হানাদার বাহিনীও বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কিন্তু পাক বাহিনীর উন্নততর অস্ত্রশক্তির মোকাবেলায় তারা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে সমর্থ হয়নি।

যে ৩৫ জন বিদেশী সাংবাদিক তখন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করছিলেন, তাঁদের সকলকে এই রাত থেকেই হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আটকে রাখা হয় এবং ২৬ মার্চ তারিখেই সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে বিমানযোগে পাকিস্তানের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়, যাতে কারো পক্ষেই পাক জল্লাদবাহিনীর ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে রিপোর্ট করা সম্ভবপর না হয়। এভাবেই বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হলো পূর্বপাকিস্তানকে।

১৯৬৮ সালে ভিয়েতনামের মাইলাই গ্রামের এক হত্যাকাণ্ড স্তম্ভিত করে দিয়েছিল গোটা পৃথিবীকে। ২৫ মার্চ '৭১ দিবাগত রাতে বাংলাদেশ জুড়ে সংঘটিত হয় তারচেয়েও শতগুণ নৃশংসতা। নয় মাস ধরে বাংলাদেশের প্রতিটি জনপদে চলে মাইলাই এর বিভীষিকা। ঐদিনই শুরু হয় বিশ্ব ইতিহাসের একক অনন্য মুক্তির লড়াই -মুক্তিযুদ্ধ। ❑